আমার মশাই

- সৌমেন্দু শেখর রায়চৌধুরী (Sounendu Shekhar Roychoudhury), ভাইপো (Nephew)

পিসেমশাই এর সাথে আমার পরিচয় জন্মের পরে অর্থাৎ জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই অত কম বয়সের স্মৃতি স্থায়ী হয় কিনা সে নিয়ে প্রশ্ন আছে কিন্তু এই সময়ের কিছু ঘটনা খুব সামান্য হলেও আমার মনে আছে এখনো। আমার মনে আছে একবার বেশ কিছু সময় ধরে আমার জেঠু আর পিসেমশাই এর একটা কথোপকথনের কথা। বলা বাহুল্য পুরোটাই ইংরেজিতে যার অর্থ আমার কাছে বোধগম্য না হলেও শুনতে আমার বেশ ভালো লেগেছিল। বলে রাখা দরকার আমার জেঠু মিসা বলে একটি পত্রিকা আমার জন্য আনা তো অবিভক্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এবং মনে করে পড়াতো এবং বুঝিয়ে দিত। কিন্তু তার অল্প কিছুদিন পরে আমার জেঠু মারা যান তখন কিছুদিন আমার মশাই আমাকে ওই মিশা পত্রিকা পড়িয়েছিলেন। তার কিছুদিন পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায় এবং মিশা আসা বন্ধ হয়ে যায়। আমার মশাই বেশ গুরুগম্ভীর এবং বাজখাই গলার মানুষ ছিলেন তাই ছোটবেলায় আমি তাকে কোন বেশ ভয় পেতাম কোথাও একসাথে বেড়াতে যাওয়ার কথা হলে কে কে যাচ্ছে প্রশ্ন করে মশাই যাচ্ছে জানতে পারলে আমি বলে থাকতাম "আবাল মতায় কেন"?

বয়স বাড়ার সাথে সাথে মশাইকে ভয় পাওয়াটা আমার কমে যায় এবং তারপর থেকে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা মশার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতাম। বিভিন্ন বিষয়ে উনার অগাধ জ্ঞানআমাকে বিস্মিত করত। মাঝে মাঝে সত্যজিতের সিধু জ্যাথা সাথে মিল পেতাম এর পর একবার পিসেমশাই এর সাথে আমি পুরুলিয়া বেড়াতে যাই যদিও সেখানকার কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা মশাইকে নিয়ে আমার মনে পড়ে না। ইতিহাস ভূগোল অংক বিজ্ঞান সবকিছু নিয়েই আমার আর মশায়ের সঙ্গে কথা হতো।

ও হ্যাঁ আরেকটা কথা মাথায় এলো পিসেমশাইরা তিন ভাই যথাক্রমে অজিত মিত্র, রঞ্জিত মিত্র এবং কৃষ্ণ বলদেব মিত্র। আমি একবার জিজ্ঞাসা করি আগেকার দিনের মিলিয়ে নাম রাখার একটা প্রথা লক্ষ্য করা যেত সেখানে অজিত এবং রঞ্জিত নাম দুটির মধ্যে মিল থাকলেও কৃষ্ণদেব নামটাতো মিলল না। তখন মশাই বলেন উনার বাবা একসময় একজন মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর অধীনে কাজ করতেন তিনি এক বারাকপুরে অর্থাৎ দেশের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন এবং তিন ভাইয়ের নামকরণ করে যান নামগুলি ছিল যথাক্রমে শ্রীধর বলদেও, দামোদর বলদেও, এবং কিষাণ বলদেও। কিন্তু মশাইয়ের দাদা এতদিন এই স্কুলে ভর্তি হয়ে গেছেন তাই তাদের নাম পাল্টানো সম্ভব হয়নি । কিন্তু আমার মশাই তখনো

ছোট স্কুলে ভর্তি হননি তাই তার নামটা একটু বাঙালি বাঙালি করে রাখা হলো কৃষ্ণ বলদেব মিত্র।

পয়লা ডিসেম্বর 2019আমার পিসেমশাই এর সাথে শেষ দেখা হয় বেলুড়ে। পিসিমণির বাড়ি গিয়েছিলাম গিয়ে চার তলায় উঠে যাই মশাইয়ের কাছে । ওখানে গিয়ে দেখি মশাই একটা ব্রাশ দিয়ে গলার বেলটা পরিস্কার করছিল। যতক্ষণ শারীরিক সক্ষমতা ছিল নিজের কাজ নিজে করাতেই বিশ্বাসী ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন 'বস। বাবা কেমন আছে?'। আমি বললাম পায়ে ব্যথা তাই এখন খুব প্রয়োজন ছাড়া বেরোয় না। শুনে বললো ও তার মানে আমার মত ফিট নয়। আর বলল আমার এই চার তলার ঘরে যেকোনো মানুষের থাকার মত সবরকম ব্যবস্থা আছে । কারোর কোন অসুবিধা হবে না। বলল ওই দিকটা একবার দেখে আসো স্নানের ব্যবস্থাও আছে। দেখলাম বালতি মগ জলের ব্যবস্থা রয়েছে আরেকটি কমোড বসানো আছে কিন্তু উপর দিকটা ফাঁকা খোলা আকাশ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম ও মশাই এখানে তো ওপর দিকটা ফাঁকা। বলল "হলেই বা। ভালো করে দেখো আশেপাশে কোন বাড়িতে কিন্তু চারতলা নেই । একমাত্র একটি বাড়ি আছে যেটা চার তলা, সেই বাড়ির ছাদে যদি কেউ ওঠে তবে সেখান থেকে দেখা যাওয়া সম্ভব।" মশাইয়ের চারতলার ঘরে যতটুকু আমার মনে পড়ছে ছিল একটা তক্তপোষ বা চৌকি তার উপর সতরঞ্চি পাতা একটা টেবিল-চেয়ার বেশকিছু পড়ার বই একটা টেলিভিশন ও দেয়ালে ঝোলানো একটি মানপত্র। বেশ কিছুক্ষণ আমরা গল্প করলাম তারপরে নিচে চলে গেলাম। সেই আমার সঙ্গে মশায়ের শেষ দেখা। এরপর পাপুদা এর কাছ থেকে শুনলাম মশাই কিছুদিন আগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে । একটা অপারেশনের জন্য । অপারেশন হয়ে গেছে কিন্তু এখন ভেন্টিলেশনে আছে । কিন্তু যাওয়ার উপায় নেই কারণ পৃথিবী জুড়ে করার জন্য লকডাউন চলছে। সুতরাং উদ্বিগ্ন মন নিয়ে বাড়িতে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তারপর আস্তে আস্তে অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং ভেন্টিলেশন থেকে জেনারেল বেডে দেয় এবং তারপর বাড়িতে আসেন কিন্তু যেদিন বাড়িতে আনা হয় তার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। দাদা ভাইয়ের কাছে শুনলাম মশাই নাকি হাসপাতালে থাকাকালীন উপর দিকে তাকিয়ে কয়েকবার ফাইনাল ফাইনাল কথাটা উচ্চারণ করেছিলেন। তখন হয়তো উনি বুঝতে পেরেছিলেন উনার সময় শেষ হয়ে এসেছে। এটা শোনার পর সুকুমার রায়ের একটা কথা মনে পড়ে গেল সুকুমার। তার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তার লেখা শেষ দুই লাইনে বলেছিলেন "ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর, গানের পালা সাঙ্গ মোর"।